কোটচাঁদপুরে ডিবি পুলিশের অভিযানে ফেন্সিডিল সহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহে কোটচাঁদপুরে অভিযান চালিয়ে ফেন্সিডিল সহ দুই মাদক ব্যবসায়ী কে আটক করেছে ডিবি পুলিশ । জেলা গোয়েন্দা শাখা ডিবি পুলিশের ওসি মোঃ শাহিন উদ্দিন জানান, ঝিনাইদহ জেলা পুলিশ সুপার আশিকুর রহমান (বিপিএম পিপিএম) বারের দিকনির্দেশনায় ডিবি পুলিশের একটি চৌকস দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে।

আজ মঙ্গলবার সকালে কোটচাঁদপুর থানাধীন কাগমারি নামক স্থান থেকে মাদক ব্যবসায়ী (১) চায়না বেগম, স্বামী-আব্দুস সালাম, সাং-দক্ষিণ আড়পাড়া(২) আজহার উদ্দিন,পিতা-হাফিজুর রহমান,সাং-চাপালি,থানা- কালিগঞ্জ,জেলা-ঝিনাইদহকে (৫৯) বোতল ফেন্সিডিল সহ আটক করা হয়েছে বলে জানান।

এ বিষয় কোটচাঁদপুর মডেল থানার ডিউটি অফিসার উপ-পরিদর্শক আইয়ুব হোসেন জানান, চায়না ও আজহার নামে দুই মাদক ব্যবসায়ী নামে মডেল থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।যার মামলা নম্বর (৪)।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় মাদক ব্যবসায়ীকে ১০ বছরের কারাদন্ড

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ১০০ বোতল ফেন্সিডিল বিক্রয়ের অভিযোগে জিয়া
(৩৫) নামে একজনকে ১০ বছর সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

রবিবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ অতিরিক্ত আদালত-১ এর বিচারক তাজুল ইসলাম জনাকীর্ন আদালতে আসামীর উপস্থিতিতে এই রায় ঘেষনা করেন।

দন্ডপ্রাপ্ত হলো- ভেড়ামারা উপজেলার ভবানীপুর বিলসুকা গ্রামের বাসিন্দা মৃত শামছুদ্দিনের ছেলে জিয়া। রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি (পিপি) এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১৯ সালের ১৩ নভেম্বর দুপুরে ভেড়ামারা থানা এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভেড়ামারা টু কুষ্টিয়া মহাসড়ক সংলগ্ন বারমাইলস্থ জনৈক সালাউদ্দিন মিন্টু এর সোনার বাংলা হোটেলের সামনে জিয়া মাদকদ্রব্য বিক্রয় করার সময়ে তাকে ১০০ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক করে ভেড়ামারা থানা পুলিশ। পরে ভেড়ামারা থানায় পুলিশ বাদী হয়ে আটকৃত জিয়ার বিরুদ্ধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেন।

মামলাটি তদন্ত শেষে ২০১৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা ভেড়ামারা থানার পুলিশ পরিদর্শক মোঃ মমিনুল ইসলাম ১জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে চার্জশীট দাখিল করেন আদালতে।

দর্শনার গড়াইটুপি ব্রীজ মোড় থেকে ৩ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

দর্শনার গড়াইটুপি ব্রীজ মোড়ে অভিযান চালিয়েছে তিতুদহ ক্যাম্প পুলিশ। এ অভিযানে প্রায় ১ হাজার পিচ ইয়াবাসহ গ্রেফতার করেছে ৩ মাদক ব্যবসায়ীকে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার মেদেনিপুর গ্রামের মনিরুদ্দিনের ছেলে হাকিম (২৯) একই গ্রামের সামাদ আলীর ছেলে হাসিবুর (২৮) ও উথলী ইউনিয়নের সিংহনগর গ্রামের সামসুদ্দিনের ছেলে ওয়াসিম (২৭)।

পুলিশ জানায়, রোববার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীবের নির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ব্রীজ মোড়ের রাস্তার উপর মাদক বিরোধী অভিযান চালায় তিতুদহ ক্যাম্প পুলিশ।

এসময় উক্ত স্থানে ৩ জনের দেহ তল্লাশী করে ৯৯০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার সহ তাদেরকে গ্রেফতার করেন।

দর্শনার তিতুদহ ক্যাম্প ইনচার্জ এস,আই আনোয়ারুল ইসলাম জানান, দুপুর দেড় টার দিকে ৪/৫ জন লোক স্থানীয় গড়াইটুপি মোড় দিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ দেখে পালানোর চেস্টা করে।

এ সময় পুলিশ ৩ জনকে ধরে ওদের দেহ তল্লাশি করে ৯৯০পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা সহ তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীর জানান, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদক আইনে মামলা দায়ের সহ তাদেরকে আদালতে প্রেরনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মেহেরপুরে ১৬০ বোতল ফেনসিডিলসহ নারী মাদক ব্যবসায়ী আটক

মাদক রিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৬০ বোতল ফেনসিডিলসহ হাদিছা খাতুন নামের এক নারী মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ। হাদিছা খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামের স্কুল পাড়া এলাকার আব্দুল মালেকের স্ত্রী।

শনিবার দিবাগত মধ্যরাতে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি ইউনিট তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এই ফেনসিডিলসহ তাকে আটক করেন।

এ সময় তার ঘর থেকে ১৬০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অরুক কুমার, সঞ্জিব কুমার, এএসআই মাহাবুব, এএসআই ইব্রাহিম, আশরাফুল ইসলামসহ সঙ্গীয় ফোর্স অভিযানে অংশ নেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ জানান,

আব্দুল মালেকের বাড়িতে ফেনসিডিল মজুদ করা হয়েছে এমন সংবাদের ভিত্তিত্বে ওই বাড়িটিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ১৬০ বোতল ফেনসিডিল জব্দ করা হয়েছে। এই সাথে আটক করা হয়েছে হাদিছা খাতুনকে।

ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় হাদিছা খাতুনের নামে পুলিশ বাদী হয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দিয়েছে।

আজ শনিবার (৬ আগষ্ট) বেলা ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীর শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী আবুল কালাম আজাদ আবারও গ্রেফতার

মাদকের নয়টি মামলার আসামী গাংনীর বহুল আলোচিত শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী আবুল কালাম আজাদকে (৩৯) আবারও গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম বুধবার (২৪ নভেম্বর) দিবাগত রাত আটটার দিকে গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি খাসমহল গ্রাম থেকে আকে গ্রেফতার করে। গাংনী থানার এসআই আতিকুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান পরিচালনা করেন ।
আবুল কালাম আজাদ উপজেলার তেরাইল গ্রামের ওলিনগরপাড়া এলাকার সুলতান হকের ছেলে।
গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, আবুল কালাম আজাদ একজন চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী। গ্রেফতার এড়াতে সে এতদিন আত্মগোপনে ছিল।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই আতিকুর রহমান সঙ্গীয় এএসআই শরিফুল ই সলাম এবং ফোর্স নিয়ে রংমহল গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করেন।

আটক কালামের নামে মাদকের অভিযোগে নয়টি মামলা রয়েছে। একটি মামলায় আদালতের গ্রেফতারী পরোয়ানা রয়েছে

।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, আটক আবুল কালাম আজাদকে আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৫ নভেম্বর) সকালের দিকে মেহেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হবে।